ব্যাকরণ ও নির্মিতি

মূল্যায়ন নির্দেশনা অনুসরণে বিশেষ পাঠ

যোগ্যতা অর্জনে আরও শিখে নিই

ভাষা

প্রশ্ন ১ ॥ ভাষা বলতে কী বোঝ?
উত্তর : মনের ভাব প্রকাশের জন্য মানুষ যেসব অর্থপূর্ণ ধ্বনি উচ্চারণ করে, সেগুলোকে একত্রে ভাষা বলে।

প্রশ্ন ২ ॥ বাংলা ভাষা কাকে বলে?
উত্তর : বাঙালিরা যে ভাষায় কথা বলে তাকে বাংলা ভাষা বলে।

প্রশ্ন ৩ ॥ বাংলা ভাষার কয়টি রূপ ও কী কী?
উত্তর : বাংলা ভাষার দুটি রূপ। যথা– ক. কথ্যরূপ ও খ. লেখ্যরূপ।

প্রশ্ন ৪ ॥ বাংলা ভাষার রীতি কয়টি ও কী কী?
উত্তর : বাংলা ভাষার রীতি দুটি। যথা– ক. সাধুরীতি ও খ. চলিতরীতি। এছাড়া ভাষার আরও একটি রীতি আছে, যেটিকে বলে আঞ্চলিক রীতি।

প্রশ্ন ৫ ॥ সাধু ও চলিত ভাষা কাকে বলে?
উত্তর : সাধু ভাষা : বাংলা ভাষায় নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন, কৃত্রিম ও মার্জিত যে গদ্যরূপ ব্যবহৃত হয় তাকে সাধু ভাষা বলে।
চলিত ভাষা : দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত মানুষের মুখের কথার মার্জিত রূপকে চলিত ভাষা বলে।

ব্যাকরণ

প্রশ্ন ১ ॥ ব্যাকরণ কাকে বলে?
উত্তর : যে বই পড়লে কোনো ভাষা শুদ্ধরূপে লিখতে, পড়তে ও বলতে পারা যায় তাকে সেই ভাষার ব্যাকরণ বলে।

প্রশ্ন ২ ॥ বাংলা ব্যাকরণ কাকে বলে?
উত্তর : যে বই পড়লে বাংলা ভাষা শুদ্ধরূপে লিখতে, পড়তে ও বলতে পারা যায় তাকে বাংলা ব্যাকরণ বলে।

ধ্বনি

প্রশ্ন ১ ॥ ধ্বনি কাকে বলে?
উত্তর : শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশকে ধ্বনি বলে। যেমন– বই = ব্ + অ + ই, কলম = ক্ + অ + ল্ + অ + ম্। এখানে ব্, অ, ই, ক্, ল্, ম্ ইত্যাদি ধ্বনি।

প্রশ্ন ২ ॥ ধ্বনি কত প্রকার ও কী কী?
উত্তর : ধ্বনি দুই প্রকার। যথা– ক. স্বরধ্বনি ও খ. ব্যঞ্জনধ্বনি।

প্রশ্ন ৩ ॥ স্বরধ্বনি কাকে বলে?
উত্তর : যেসব ধ্বনি উচ্চারণে ফুসফুস থেকে নির্গত বাতাস মুখের কোথাও বাধা পায় না সেগুলোকে স্বরধ্বনি বলে। যেমন– অ, আ, ই, ঈ ইত্যাদি।

প্রশ্ন ৪ ॥ ব্যঞ্জনধ্বনি কাকে বলে?
উত্তর : যেসব ধ্বনি উচ্চারণে ফুসফুস থেকে নির্গত বাতাস মুখের কোথাও না কোথাও বাধা পায় সেগুলোকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। যেমন– ক, চ, ট, ত, প ইত্যাদি।

বর্ণ

প্রশ্ন ১ ॥ বর্ণ কাকে বলে?
উত্তর : ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে বর্ণ বলে। যেমন– অ, আ, ক, খ ইত্যাদি।

প্রশ্ন ২ ॥ বর্ণমালা কাকে বলে?
উত্তর : ভাষায় ব্যবহৃত বর্ণসমূহকে একত্রে বর্ণমালা বলে। বাংলা বর্ণমালায় মোট পঞ্চাশটি বর্ণ আছে।

প্রশ্ন ৩ ॥ বাংলা ভাষার বর্ণগুলো কত প্রকার ও কী কী?
উত্তর : বাংলা ভাষায় বর্ণসমূহকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– ক. স্বরবর্ণ ও খ. ব্যঞ্জনবর্ণ।

প্রশ্ন ৪ ॥ স্বরবর্ণ কাকে বলে? স্বরবর্ণের সংখ্যা কতটি?
উত্তর : স্বরধ্বনির লিখিত রূপকে স্বরবর্ণ বলে। বাংলা ভাষায় স্বরবর্ণের সংখ্যা এগারোটি। যথা–

অ	আ	ই	ঈ
উ	ঊ	ঋ	
এ	ঐ	ও	ঔ

প্রশ্ন ৫ ॥ ব্যঞ্জনবর্ণ কাকে বলে? ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা কতটি এবং কী কী?
উত্তর : ব্যঞ্জনধ্বনির লিখিত রূপকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলে। বাংলা ভাষায় ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা উনচল্লিশটি। যথা–

ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য	র	ল		
শ	ষ	স	হ	
ড়	ঢ়	য়	ৎ	
ং	ঃ	ঁ		

শব্দ

প্রশ্ন ১ ॥ শব্দ কাকে বলে?
উত্তর : কতকগুলো ধ্বনি বা বর্ণ একসাথে মিলে কোনো অর্থ প্রকাশ করলে তাকে শব্দ বলে। যেমন–
ক্ + অ + ল্ + অ + ম্ = কলম
ম্ + আ + থ্ + আ = মাথা ইত্যাদি।

প্রশ্ন ২ ॥ উৎস অনুসারে বাংলা ভাষার শব্দ কত প্রকার ও কী কী?
উত্তর : উৎস অনুসারে বাংলা ভাষার শব্দ পাঁচ প্রকার। যথা– ১. তৎসম, ২. অর্ধ-তৎসম, ৩. তদ্ভব, ৪. দেশি ও ৫. বিদেশি।

বাক্য

প্রশ্ন ১ ॥ বাক্য কাকে বলে?
উত্তর : এক বা একাধিক শব্দ একত্রে মনের একটি ভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ করলে তাকে বাক্য বলে। যেমন– যাবে? আমি যাই। সে খেলতে গিয়েছে।

প্রশ্ন ২ ॥ গঠন অনুসারে বাক্য কত প্রকার ও কী কী?
উত্তর : গঠন অনুসারে বাক্য সাধারণত তিন প্রকার। যথা–
১. সরল বাক্য, ২. জটিল বাক্য ও ৩. যৌগিক বাক্য।

প্রশ্ন ৩ ॥ বাক্য গঠনে কয়টি শর্ত পালন করতে হয়?
উত্তর : একটি সার্থক বাক্য গঠন করতে তিনটি শর্ত পালন করতে হয়। যথা–
১. আকাঙ্ক্ষা, ২. আসত্তি ও ৩. যোগ্যতা।

প্রশ্ন ৪ ॥ অর্থ অনুসারে বাক্য কত প্রকার ও কী কী?
উত্তর : অর্থ অনুসারে বাক্য পাঁচ প্রকার। যথা–
১. বিবৃতিমূলক বাক্য, ২. প্রশ্নসূচক বাক্য, ৩. অনুজ্ঞাবাচক বাক্য, ৪. ইচ্ছাসূচক বা আদেশবাচক বাক্য, ৫. আবেগ বা বিস্ময়সূচক বাক্য।

পদ

প্রশ্ন ১ ॥ পদ কাকে বলে? পদ কত প্রকার ও কী কী?
উত্তর : পদ : বাক্যে ব্যবহৃত বিভক্তিযুক্ত শব্দকে পদ বলে।
পদের প্রকারভেদ : বাংলা ভাষায় পদ পাঁচ প্রকার। যথা–
১. বিশেষ্য, ২. বিশেষণ, ৩. সর্বনাম, ৪. অব্যয় ও ৫. ক্রিয়া।

প্রশ্ন ২ ॥ সংজ্ঞা ও উদাহরণ দাও : বিশেষ্য পদ, বিশেষণ পদ, সর্বনাম পদ, অব্যয় পদ, ক্রিয়া পদ।

উত্তর : বিশেষ্য বা নামপদ : যে পদ দ্বারা কোনোকিছুর নাম বোঝায় তাকে বিশেষ্য বা নামপদ বলে।

উদাহরণ : জামান, বই, লবণ, পাহাড় ইত্যাদি।

বিশেষণ : যে পদ দ্বারা বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়ার দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা ও পরিমাণ বোঝায় তাকে বিশেষণ বলে।

উদাহরণ : সুন্দর, কালো, ভালো, মন্দ ইত্যাদি।

সর্বনাম পদ : যে পদ বিশেষ্য পদের পরিবর্তে বসে তাকে সর্বনাম পদ বলে।

উদাহরণ : আমি, তুমি, সে, তারা, আমরা ইত্যাদি।

অব্যয় পদ : যে পদের কোনো ব্যয় বা পরিবর্তন হয় না, তাকে অব্যয় পদ বলে। যেমন– ও, এবং, তবু, কিংবা ইত্যাদি।

ক্রিয়া পদ : যে পদ দ্বারা কোনোকিছু করা, হওয়া, খাওয়া, যাওয়া ইত্যাদি কাজ বোঝায় তাকে ক্রিয়া পদ বলে।

উদাহরণ : কর, করবে, খাও, খাবে, যাও, যাবে, পড়, পড়বে ইত্যাদি।

সন্ধি

প্রশ্ন ১ ॥ সন্ধি কাকে বলে?
উত্তর : সন্ধি শব্দের অর্থ মিলন। পাশাপাশি দুটি ধ্বনির মিলনকে সন্ধি বলে।

প্রশ্ন ২ ॥ সন্ধি কত প্রকার ও কী কী?
উত্তর : সন্ধি প্রধানত দুই প্রকার; যথা–
১. খাঁটি বাংলা সন্ধি ও ২. তৎসম সন্ধি।
খাঁটি বাংলা সন্ধি দুই প্রকার; যথা–
১. স্বরসন্ধি ও ২. ব্যঞ্জনসন্ধি।
তৎসম সন্ধি তিন প্রকার। যথা–
১. স্বরসন্ধি, ২. ব্যঞ্জনসন্ধি ও ৩. বিসর্গ সন্ধি।

প্রশ্ন ৩ ॥ স্বরসন্ধি কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
উত্তর : স্বরধ্বনির সাথে স্বরধ্বনির মিলনে যে সন্ধি হয় তাকে স্বরসন্ধি বলে। যেমন–
বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয় [আ + আ = আ]
রবি + ইন্দ্র = রবীন্দ্র [ই + ই = ঈ]

প্রশ্ন ৪ ॥ ব্যঞ্জনসন্ধি কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
উত্তর : ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনির মিলনে যে সন্ধি হয় তাকে ব্যঞ্জনসন্ধি বলে।
ব্যঞ্জনসন্ধি নিম্নোক্তভাবে সাধিত হয়–
১. স্বরধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি — পরি + ছদ = পরিচ্ছদ
২. ব্যঞ্জনধ্বনি + স্বরধ্বনি — দিক্ + অন্ত = দিগন্ত
৩. ব্যঞ্জনধ্বনি + ব্যঞ্জনধ্বনি — উৎ + নতি = উন্নতি

প্রশ্ন ৫ ॥ সন্ধির প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।
উত্তর : সন্ধির প্রয়োজনীয়তা অনেক। যেমন–
১. সন্ধি বাক্যকে শ্রুতিমধুর করে।
২. উচ্চারণকে সহজ করে।
৩. বাক্যকে সংক্ষিপ্ত করে।
৪. সন্ধির ফলে নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টি হয়।

সন্ধি বিচ্ছেদের কতিপয় উদাহরণ :

বিদ্যালয়	=	বিদ্যা + আলয়	ঢাকেশ্বরী	=	ঢাকা + ঈশ্বরী
রবীন্দ্র	=	রবি + ইন্দ্র	নরাধম	=	নর + অধম
সিংহাসন	=	সিংহ + আসন	জীবাণু	=	জীব + অণু
দিগন্ত	=	দিক্ + অন্ত	অতীত	=	অতি + ইত
পরীক্ষা	=	পরি + ঈক্ষা	প্রতিচ্ছবি	=	প্রতি + ছবি

বচন

প্রশ্ন ১ ॥ বচন কাকে বলে?
উত্তর : যা দ্বারা কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর সংখ্যা বোঝায় তাকে বচন বলে। যেমন–
কলমটি এদিকে দাও।
বইগুলো নিয়ে যাও।
এখানে কলমটি, বইগুলো দিয়ে সংখ্যার ধারণা দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন ২ ॥ বচন কয় প্রকার ও কী কী?
উত্তর : বচন দুই প্রকার। যথা–১. একবচন ও ২. বহুবচন।

প্রশ্ন ৩ ॥ একবচন ও বহুবচন কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

উত্তর : একবচন : যে শব্দ দ্বারা একজন ব্যক্তি বা একটি বস্তু বোঝায় তাকে একবচন বলে।

উদাহরণ : বইটি, পাখিটি, একটি বিড়াল, কলমটি ইত্যাদি।

বহুবচন : যে শব্দ দ্বারা একের বেশি ব্যক্তি বা বস্তু বোঝায় তাকে বহুবচন বলে।

উদাহরণ : বইগুলো, পাখিগুলো, দুটি বিড়াল, কলমগুলো ইত্যাদি।

একবচন ও বহুবচনের কতিপয় উদাহরণ :

একবচন	বহুবচন
আমি	আমরা
তুমি	তোমরা
লোক	লোকেরা
কুকুর	কুকুরগুলো
ফুল	ফুলদল
মাছ	মাছগুলো

একবচন	বহুবচন
শিক্ষক	শিক্ষকগণ
আপনার	আপনাদের
সুধী	সুধীবৃন্দ
ছাত্র	ছাত্ররা
বই	বইগুলো
আমার	আমাদের

লিঙ্গ

প্রশ্ন ১ ॥ লিঙ্গ কাকে বলে?

উত্তর : লিঙ্গ কথাটির অর্থ চিহ্ন বা লক্ষণ। যেসব শব্দ বা চিহ্ন দিয়ে পুরুষ, স্ত্রী বা পুরুষ-স্ত্রী উভয়ই বা অচেতন কোনো পদার্থকে বোঝায় তাকে লিঙ্গ বলে।

প্রশ্ন ২ ॥ লিঙ্গের প্রকারভেদ সংজ্ঞাসহ লেখ।

উত্তর : বাংলা ব্যাকরণে লিঙ্গ চার প্রকার। যথা–

ক. পুংলিঙ্গ, খ. স্ত্রীলিঙ্গ, গ..উভয় লিঙ্গ এবং ঘ. ক্লীবলিঙ্গ।

ক. **পুংলিঙ্গ :** যে শব্দ দ্বারা পুরুষ বা পুরুষ জাতি বোঝায় তাকে পুংলিঙ্গ বলে। যেমন– বাবা, দাদা, বালক, ছেলে, শিক্ষক ইত্যাদি।

খ. **স্ত্রীলিঙ্গ :** যে শব্দ দ্বারা স্ত্রী বা স্ত্রী জাতি বোঝায় তাকে স্ত্রীলিঙ্গ বলে। যেমন– মা, দাদি, বালিকা, মেয়ে, শিক্ষিকা ইত্যাদি।

গ. **উভয় লিঙ্গ :** যে শব্দ দ্বারা স্ত্রী বা পুরুষ উভয়ই বোঝায় তাকে উভয় লিঙ্গ বলে। যেমন– শিশু, সন্তান ইত্যাদি।

ঘ. **ক্লীবলিঙ্গ :** যেসব শব্দ দ্বারা স্ত্রী বা পুরুষ কোনোটাই না বুঝিয়ে অচেতন কোনো পদার্থকে বোঝায় সেগুলোকে ক্লীবলিঙ্গ বলে। যেমন– বই, খাতা, ঘর, বাড়ি, পাথর, পাহাড় ইত্যাদি।

লিঙ্গের কতিপয় উদাহরণ :

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
দাদা	দাদি
নানা	নানি
বাবা	মা
চাচা	চাচি
ছাত্র	ছাত্রী

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
জেলে	জেলেনি
রাজা	রানি
বালক	বালিকা
পাঠক	পাঠিকা
মালী	মালিনী

বাগধারা

অন্ধকার দেখা (বিপদে দিশেহারা হওয়া) — পিতার মৃত্যুতে ছেলেটি দুচোখে অন্ধকার দেখতে লাগল।

অন্ধের যষ্টি বা নড়ি (একমাত্র অবলম্বন) — বৃদ্ধার অন্ধের যষ্টি (নড়ি) ছেলেটিও আজ মারা গেল।

আলালের ঘরের দুলাল (অতিশয় আদুরে) — তোমার মতো আলালের ঘরের দুলালকে দিয়ে এ কাজ হবে না।

আষাঢ়ে গল্প (মিথ্যা কাহিনি) — তার কথা বিশ্বাস করলে ঠকবে, সে আষাঢ়ে গল্পে ওস্তাদ।

আকাশ কুসুম (অলীক বস্তু) — বসে বসে আকাশ কুসুম না ভেবে কোমর বেঁধে কাজে লেগে যাও।

আক্কেল সেলামি (বোকামির দণ্ড) — ট্রেনের টিকেট না কেটে আমাকে পঁচিশ টাকা আক্কেল সেলামি দিতে হলো।

ইঁচড়ে পাকা (অকাল পক্ব) — আজকাল ইঁচড়ে পাকা ছেলেরা গুরুজনদের মানতেই চায় না।

ঈদের চাঁদ (আকাঙ্ক্ষিত কাউকে কাছে পাওয়া) — হারানো ছেলেকে কাছে পেয়ে মা যেন ঈদের চাঁদ হাতে পেলেন।

এলাহি কাণ্ড (বিরাট ব্যাপার) — ধনীর একমাত্র ছেলের বিয়ে, এলাহি কাণ্ড তো হবেই।

দুধের মাছি (সুদিনের বন্ধু) — যখন টাকা ছিল তখন দুধের মাছির অভাব হয়নি।

হাত টান (চুরির অভ্যাস) — সাবধান! লোকটির কিন্তু হাত টানের অভ্যাস আছে।

বিপরীতার্থক শব্দ

মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ
অগ্র	পশ্চাৎ
অধিক	অল্প
আশা	নিরাশা
আসা	যাওয়া
আকাশ	পাতাল
আলো	আঁধার
আদর	অনাদর
কৃতজ্ঞ	অকৃতজ্ঞ

মূল শব্দ	বিপরীত শব্দ
গরল	অমৃত
নরম	কঠিন
পাপ	পুণ্য
প্রবীণ	নবীন
দুর্লভ	সুলভ
দূর	নিকট
সুখ	দুঃখ
সৃষ্টি	ধ্বংস

এক কথায় প্রকাশ

অহংকার করে যে — অহংকারী।
অর্থ নেই যার — নিরর্থক।
আকাশে চরে যে — খেচর।
ইতিহাস রচনা করেন যিনি — ঐতিহাসিক।
উপকারীর উপকার স্বীকার করে যে — কৃতজ্ঞ।
কণ্ঠ পর্যন্ত — আকণ্ঠ।
খ্যাতি আছে যার — খ্যাতিমান।

অনুচ্ছেদ

১. আমার মা

'মা' শব্দটি আমার খুব প্রিয়। আমার মা একজন গৃহিণী। সকাল বেলায় মা আমাকে ঘুম থেকে তুলে কোলে করে নিয়ে হাত-মুখ ধুইয়ে দেন। তারপর স্কুলের পোশাক পরিয়ে স্কুলে নিয়ে যান এবং ছুটি হলে বাসায় নিয়ে আসেন। আমার প্রিয় খাবারগুলো রান্না করে মা আমাকে খাইয়ে দেন। সন্ধ্যাবেলায় মা আমাকে নিয়ে পড়াতে বসেন। আমার শরীর খারাপ হলে সেবা-যত্ন দিয়ে মা আমাকে সুস্থ করে তোলেন। মায়ের সাথেই আমি গল্প করি, বেড়াতে যাই। মাকে আমি খুব ভালোবাসি।

২. আমার বাবা

আমার বাবাকে আমি খুব ভালোবাসি। তিনি একজন সরকারি কর্মকর্তা। অফিসের নানা কাজকর্মের মধ্যেও তিনি আমার সঙ্গে সময় কাটানোর চেষ্টা করেন, ফোনে আমার সঙ্গে কথা বলেন। স্কুলে যাওয়ার সময় তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করেন। অফিস থেকে ফেরার সময় আমার প্রিয় জিনিস বা খাবার কিনে নিয়ে আসেন। তিনি নিয়মিত আমার পড়াশোনার খোঁজখবর নেন। বিকেলে আমার সঙ্গে খেলেন আর রাতে খাওয়ার সময় গল্প করেন। ছুটির দিনে বাবা আমাকে সুন্দর সুন্দর জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যান। বাবা আমার খুব প্রিয়।

৩. আমাদের বিদ্যালয়

আমাদের বিদ্যালয়ের নাম স্বপ্নকুঁড়ি বিদ্যানিকেতন। মনোরম পরিবেশে আমাদের বিদ্যালয়টি অবস্থিত। এখানে তিনটি ভবনে পনেরোটি শ্রেণিকক্ষ রয়েছে। প্রায় পাঁচশো ছাত্রছাত্রী এখানে পড়ালেখা করে। শিক্ষকগণ আমাদের যত্নসহকারে পাঠদান করেন এবং প্রত্যেককে খুব ভালোবাসেন। আমাদের ভালো মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে উপদেশ দেন। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা ও নাচ-গানের বিষয়েও শিক্ষা দেওয়া হয়। আমি আমাদের বিদ্যালয়কে ভালোবাসি এবং একে নিয়ে গর্ববোধ করি।

৪. শীতকাল

বাংলাদেশে পৌষ ও মাঘ এই দুই মাস শীতকাল। এ সময় খুব শীত পড়ে। সকাল বেলাটা কুয়াশায় ঢেকে থাকে। লেপের ভেতর থেকে বের হতে ইচ্ছে করে না। এ সময় খেজুরের রস আর নানা রকম পিঠা খেতে খুব মজা। শীতকালে নানা রঙের ফুল ফোটে। শীতে কষ্ট পাওয়া লোকদের দেখে আমার খারাপ লাগে। তবুও শীতকাল আমার প্রিয়।

৫. বাংলাদেশের পাখি

আমাদের দেশ বাংলাদেশ। এ দেশে রয়েছে অসংখ্য প্রজাতির পাখি। এগুলোর মধ্যে পরিচিত পাখি হলো— দোয়েল, কবুতর, শালিক, কাক, কোকিল, বুলবুলি, ঘুঘু, মাছরাঙা, টিয়া, টুনটুনি, ময়না, কাঠঠোকরা ইত্যাদি। পাখির গান শুনে আমরা মুগ্ধ হই। দোয়েল আমাদের জাতীয় পাখি। পাখি আমাদের পরিবেশকে সুন্দর রাখে। তাই পাখিদের ভালোবাসা এবং রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব।

৬. বাংলাদেশের ছয়ঋতু

আমাদের দেশ ষড়ঋতুর দেশ। এ দেশে প্রতি দুই মাসে একটি ঋতু। যেমন– বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাস গ্রীষ্মকাল। এভাবে পর্যায়ক্রমে আসে বর্ষাকাল, শরৎকাল, হেমন্তকাল, শীতকাল এবং বসন্তকাল। প্রতিটি ঋতুতেই এ দেশ নতুন নতুন সাজে সজ্জিত হয়। গ্রীষ্মে প্রচণ্ড তাপে অসহ্য গরম লাগে। বর্ষার চেহারা আবার ভিন্ন। আকাশে বৃষ্টি হয়। শরৎকালে নদীর ধারে কাশফুল ফোটে। তারপরেই শীতের খবর নিয়ে আসে লাজুক ঋতু হেমন্ত। ভোর রাতে ঘুমের মধ্যে শীত লাগে। তারপরেই শুরু হয় গা শিউরে ওঠা শীতকাল। চারদিকে কুয়াশা। শীত শেষে ফুরফুরে দখিনা বাতাস নিয়ে আসে বসন্তকাল। তখন শরীরে বেশ আরাম বোধ হয়, মন খুশিতে ভরে ওঠে।

৭. বাংলাদেশের ফল

ষড়ঋতুর বাংলাদেশে অনেক ফল পাওয়া যায়। এ দেশের মাটি অনেক উর্বর বলে প্রচুর ফলমূল ও ফসলাদি ফলে। আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, আনারস, ডালিম, আমলকী, সফেদা, আতা, জাম্বুরা, তরমুজ, বাঙ্গি, পেঁপে, পেয়ারা, কলা, তাল, নারকেল, বেল, কতবেল, কামরাঙা, বাতাবি লেবু, আমড়া ইত্যাদি আমাদের দেশীয় ফল। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই এই ফলগুলো পাওয়া যায়। কাঁঠাল আমাদের জাতীয় ফল। গ্রীষ্মকালে আমাদের দেশে প্রচুর ফল পাওয়া যায়। জ্যৈষ্ঠ মাসে আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু ইত্যাদির সমাহার এক উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি করে।

৮. একুশে ফেব্রুয়ারি

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই শাসকগোষ্ঠী বাঙালির মুখের ভাষা বাংলা কেড়ে নিয়ে জোর করে উর্দু চাপিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু এদেশের ছাত্র-জনতা সেই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। শাসকগোষ্ঠী মিটিং-মিছিল বন্ধ করার জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু ১৪৪ ধারা ভেঙে ছাত্র-জনতা মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য রাজপথে নেমে এলে পুলিশ গুলি চালায়। শহিদ হন রফিক, শফিক, বরকত, সালাম, জব্বারসহ অনেকে। ভাষাসংগ্রামীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে বাঙালির মাতৃভাষা বাংলা পায় রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি।

৯. মুক্তিযুদ্ধ

মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির জীবনে একটি গৌরবময় অধ্যায়। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সাহসী বাঙালিরা পাকিস্তানি সেনাদের গণহত্যা-নিপীড়নের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দীর্ঘ নয় মাস এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে প্রায় ত্রিশ লাখ শহিদের রক্তে এ

বাংলা

দেশের মাটি রঞ্জিত হয়। তাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর আমরা স্বাধীনতা লাভ করি। তাই মুক্তিযুদ্ধ আমাদের অহংকার।

১০. স্বাধীনতা দিবস

২৬শে মার্চ আমাদের মহান স্বাধীনতা দিবস। ১৯৭১ সালের এ দিনে বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার পরই এ দেশের বীর সন্তানেরা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। দীর্ঘ নয় মাস সেই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে প্রায় ত্রিশ লাখ মানুষ শহিদ হন। তাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়। তার পর থেকে আমরা প্রতিবছর ২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস পালন করি, বীর শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

১১. বৈশাখী মেলা

বৈশাখ মাস দিয়ে বাংলা নববর্ষের শুরু। বৈশাখের প্রথম দিনটিকে বলা হয় ১লা বা পহেলা বৈশাখ। বাঙালিরা বিপুল আয়োজনের মধ্য দিয়ে এ দিনটি উদ্‌যাপন করে। নববর্ষের প্রথম দিনে গ্রামে-গঞ্জে মেলা বসে। গ্রামের মেলায় গ্রামের লোকেরাই কেনাবেচা করে। কেউ কেনে বাঁশের বাঁশি, কেউ মাটির পুতুল, আবার কেউ মুড়ি-মুড়কি। নানা রকম খেলনা, ঘর সাজানোর জিনিসপত্র, নিত্য ব্যবহারের সামগ্রী এখানে বিক্রি হয়। এছাড়াও গুড় ও চিনির বাতাসা, কদমা, হাতি-ঘোড়ার আকৃতির খাবার বিক্রি হয়। গ্রামের মেলায় নাগরদোলা, লাঠি খেলা ও নৌকাবাইচের আয়োজন থাকে। এই দিনে সবাই নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় করে। গল্পগুজব, কেনাকাটা, হৈচৈয়ে কেটে যায় সারাটা দিন। এই দিনের কথা সত্যিই ভোলা যায় না।

১২. বিজয় দিবস

১৬ই ডিসেম্বর আমাদের বিজয় দিবস। ১৯৭১ সালের এ দিনে পরাজিত পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করে। অর্জিত হয় মুক্তিযুদ্ধের বিজয়। আমরা পাই স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। প্রতিবছর এ দিনে ত্রিশ লাখ শহিদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই। নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা এ দিনটি পালন করি। দেশের স্বাধীনতা রক্ষা ও উন্নয়নের জন্য আমরা শপথ নিই।

রচনা

---

১. সুন্দরবন

ভূমিকা : সুন্দরবন বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি। এখানে প্রচুর সুন্দরী গাছ জন্মায় বলে এটির নাম সুন্দরবন হয়েছে।

সুন্দরবন : সুন্দরবন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সম্পদে ভরপুর। সুন্দরবনে সুন্দরী, গোলপাতা ছাড়াও গেওয়া, কেওড়া, বাইন, পশুর, গরান, আমুড় ইত্যাদি গাছ রয়েছে। অনেকে সুন্দরবনের গোলপাতা ও মধু সংগ্রহ করতে যায়। সুন্দরবনে পৃথিবী বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার বাস করে। বাঘ ছাড়াও এই বনে বানর, বন্য শূকর, সজারুসহ প্রায় বিয়াল্লিশ প্রজাতির বন্যপ্রাণী রয়েছে। সুন্দরবনের আশপাশের বাওয়ালিরা ঘর বানানোর জন্য গোলপাতা সংগ্রহ করে। সুন্দরবনের মধু খুব বিখ্যাত। যারা মধু সংগ্রহ করে তাদের মৌয়াল বা মৌয়ালি বলে।

উপসংহার : সুন্দরবনে অফুরন্ত বনজ ও প্রাণিজ সম্পদ রয়েছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত এই সুন্দরবন আমাদের গৌরব।

২. আমাদের গ্রাম

ভূমিকা : আমাদের গ্রামের নাম শান্তিপুর। এটি রাজশাহী জেলার একটি উন্নত গ্রাম।

গ্রামের বর্ণনা : তিনটি পাড়া নিয়ে শান্তিপুর গ্রাম। এই গ্রামের আয়তন চার বর্গকিলোমিটার। লোকসংখ্যা প্রায় দশ হাজার। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সবাই মিলেমিশে সুখে-শান্তিতে বাস করে। এই গ্রামের অর্ধেক কৃষিজীবী। বাকিরা ব্যবসায়ী ও চাকরিজীবী আমাদের গ্রামে একটি কলেজ, একটি উচ্চ বিদ্যালয় ও একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে এই গ্রাম বেশ অগ্রসর।

উপসংহার : শিক্ষা, ব্যবসায়-বাণিজ্য, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও শান্তিময় পরিবেশের দিক থেকে আমাদের গ্রামের সুনাম রয়েছে। আমি এ গ্রামের একজন হিসেবে গর্ববোধ করি।

৩. আমাদের দেশ

ভূমিকা : আমাদের দেশ বাংলাদেশ। এ দেশ ফুল-ফল-ফসলে ভরা। ধানের দেশ, গানের দেশ, নদীর দেশ আমাদের এই বাংলাদেশ।

দেশের বর্ণনা : বাংলাদেশের আয়তন ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গকিলোমিটার। এর বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি ৫২ লক্ষ [উৎস : জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২]। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এ দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। আমাদের দেশে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান পাশাপাশি বাস করে। এছাড়া রয়েছে চাকমা, গারো, সাঁওতাল ইত্যাদি আদিবাসী মানুষ। আমরা সবাই বাঙালি। এদেশের অধিকাংশ এলাকা সমতল ও উর্বর। এদেশে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত এই ছয়টি ঋতু। গ্রীষ্মে গরম পড়ে, বর্ষায় প্রচুর বৃষ্টি হয়। শরৎ আসে স্নিগ্ধ রূপ নিয়ে। হেমন্তে মাঠ ভরে যায় সোনালি ধানে। শীতে বেশ শীত পড়ে। বসন্তে ফুলের সুগন্ধ আর পাখির গান ভেসে আসে।

উপসংহার : আমাদের দেশ আমাদের প্রিয় জন্মভূমি। দেশকে আমরা খুব ভালোবাসি। তাই একসঙ্গে গেয়ে উঠি—

'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের রানি সে যে আমার জন্মভূমি।'

৪. আমাদের জাতীয় ফুল : শাপলা

ভূমিকা : শাপলা আমাদের জাতীয় ফুল। গ্রামবাংলার আনাচে-কানাচে, ডোবায়-নালায়, বিলে-ঝিলে, খালে-বিলে এই ফুলের বিচিত্র সমারোহ দেখা যায়।

ফুলের বিবরণ : শাপলার মূল থাকে মাটির নিচে। বর্ষার জলের স্পর্শ পেয়ে এর ডাঁটা বের হয়। মূলের ভেতর থেকে সরু নলের মতো একটি দণ্ড উঠে এসে জলের উপরে কালচে সবুজ বিশাল পাতা ছড়িয়ে দেয়। শাপলা তিন প্রকারের– ১. তারকা শাপলা, ২. রাতাইল শাপলা ও ৩. হুন্দী শাপলা। ঢ্যাপের খই ও মোয়া খাওয়া যে কী আনন্দের তা একমাত্র গ্রামবাংলার ছেলেমেয়েরাই উপভোগ করতে পারে। শাপলা যদিও গন্ধহীন, তবু এর সৌন্দর্যের তুলনা নেই। তাই কোনো অভিজাত ফুল নয়, গ্রামবাংলার বুকের দুলালী শাপলাই আমাদের জাতীয় ফুল।

উপসংহার : জাতীয় জীবনে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আজ শাপলা সারা দেশে সমাদৃত। শাপলা বাঙালির জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতীক।

৫. আমাদের জাতীয় কবি

ভূমিকা : আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি 'বিদ্রোহী কবি' হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত।

জাতীয় কবির পরিচয় : কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ সালে বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম কাজী ফকির আহমদ ও মাতার নাম জাহেদা খাতুন। ছোটোবেলা থেকেই গান ও কবিতা লেখার প্রতি নজরুলের ঝোঁক ছিল। তিনি আমাদের জন্য অনেক কবিতা, গান, গল্প, নাটক, উপন্যাস লিখেছেন। 'বিদ্রোহী' কবিতা লিখে তিনি বিখ্যাত হন। ব্যথার দান, অগ্নিবীণা, বুলবুল, আলেয়া ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত বই।

উপসংহার : বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর কবি নজরুলকে বাংলাদেশে এনে জাতীয় কবির মর্যাদা দেওয়া হয়। ১৯৭৬ সালে তিনি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

৬. বিড়াল

ভূমিকা : বিড়াল আমাদের খুবই পরিচিত প্রাণী। দেখতে বাঘের মতো বলে এদেরকে 'বাঘের মাসি' বলা হয়।

বিড়ালের বর্ণনা : বিড়াল দেখতে খুব সুন্দর। এদের শরীর নরম লোমে ঢাকা। এদের চারটি পা, দুটি গোল চোখ, দুটি কান ও একটি লেজ আছে। এদের দাঁত শক্ত ও ধারালো। বিড়াল শান্ত স্বভাবের ও আরামপ্রিয়। বিড়াল ভাত, মাছ, মাংস খায়। এছাড়াও দুধ খেতে খুব ভালোবাসে।

উপসংহার : বিড়াল মানুষের কাছাকাছি থাকতে পছন্দ করে। তাই বিড়ালকে সবাই আদর করে ও ভালোবাসে।

৭. আমাদের মুক্তিযুদ্ধ

ভূমিকা : 'মুক্তির' জন্য যে যুদ্ধ তা-ই মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ নয় মাস এ দেশে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ : ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে মুক্তিযুদ্ধের ডাক দেন– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' তাঁর ডাকে সবাই সাড়া দিয়ে এ দেশের মানুষ শত্রুর মোকাবিলা করতে প্রস্তুত হয়। এ অবস্থায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে গ্রেফতারের পূর্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ডাকে এ দেশের সর্বস্তরের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৯৭১ সালের মুক্তিসংগ্রামে এ দেশের মানুষ জয়লাভ করেছে।

উপসংহার : এ দেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়ে, তাঁদের বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে দেশ স্বাধীন করেছেন। তাঁরা এ দেশের দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা।

৮. আমার মা

ভূমিকা : আমার মা আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ। মা প্রত্যেক মানুষের পরম পূজনীয়।

আমার মা : শৈশবে মা আমাকে উত্তম আদর্শে গড়ে তোলার ব্রত নিয়েছিলেন। আমার খাওয়া-দাওয়া, স্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে ঘুম পাড়ানো, কথায় কথায় ছড়া কাটা, আমাকে কথা বলতে শেখানো, আমার পড়াশুনার কাজ সঠিকভাবে করিয়েছিলেন আমার মা। মা আমার শিক্ষাজীবনের প্রথম শিক্ষাগুরু। আমার মা অত্যন্ত দক্ষ হাতে তাঁর ঘর-সংসার পরিচালনা করেন। অবসর সময়ে মা বিভিন্ন বই পড়ে, পত্রিকা পড়ে অথবা কোনো শৌখিন সেলাইয়ের কাজ করে সময় কাটান। মাঝে মাঝে আমাদের ভাই-বোনদের ডেকে মহামনীষীদের জীবন ও মহৎকর্মের কথা বলেন এবং আমরা যাতে বড়ো হয়ে তাঁদের অনুসরণ করি এই উপদেশ দেন।

উপসংহার : প্রত্যেক মা নিজ নিজ সন্তানকে স্নেহের আঁচলে আগলে রাখেন। সন্তানকে নিজ জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবাসেন।

৯. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

ভূমিকা : আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি বাংলাদেশের স্থপতি। তাঁর নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।

জাতির পিতার পরিচয় : শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শেখ লুৎফর রহমান ও মাতার নাম সায়েরা খাতুন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। ১৯৬৯ সালে তিনি 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি লাভ করেন। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ এক ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি ঘোষণা করেন– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। দেশ স্বাধীন হলে তিনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট একাত্তরের পরাজিত শক্তিসহ দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রে সামরিক বাহিনীর কতিপয় কুচক্রী, ক্ষমতালোভী সদস্যের হাতে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হন।

উপসংহার : আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি।

যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমে জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি যাচাই উপযোগী

ধারাবাহিক/ শ্রেণিকক্ষভিত্তিক মূল্যায়ন

ধারাবাহিক মূল্যায়ন-০১

তারিখ : ☐☐☐ সময় : .....

শিক্ষার্থীর নাম : ..... শ্রেণি : ..... রোল নম্বর : ☐

১। নিচের শব্দগুলোর অর্থ লেখ।

নতুন, বন্ধু, মজা, খেলা, গোল।

২। ঠিকভাবে বল।

আমি ভাত খাই/খাও/খায়।

তুমি বই পড়ি/পড়ো/পড়ে।

সে বল খেলি/খেলো/খেলে।

তুলি বাজারে যাই/যাও/যায়।

বাবা কাজ করি/করো/করেন।

উত্তরমালা

১।

শব্দ	শব্দার্থ
নতুন	পুরোনো নয় এমন, নবীন।
বন্ধু	সখা, মিত্র।
মজা	আনন্দ, আমোদ।
খেলা	কৌশল বা পারদর্শিতা প্রদর্শন।
গোল	গোলাকার, বৃত্তাকার।

২।

আমি ভাত **খাই**।

তুমি বই **পড়ো**।

সে বল **খেলে**।

তুলি বাজারে **যায়**।

বাবা কাজ **করেন**।

মূল্যায়ন রিপোর্ট ▶ প্রাপ্ত নম্বর ☐ শিখনের অর্জিত মাত্রা ☐

ধারাবাহিক মূল্যায়ন-০২

তারিখ : ☐☐☐ সময় : .....

শিক্ষার্থীর নাম : ..... শ্রেণি : ..... রোল নম্বর : ☐

১। খালি ঘরে বর্ণ বসাও।

অ		ই	ঈ
	উ	ঋ	

এ	ঐ		ঔ

২। কারচিহ্ন দিয়ে নতুন শব্দ তৈরি করে লেখ।

া, ি, ে, ো, ৌ।

উত্তরমালা

১।

অ	আ	ই	ঈ
উ	ঊ	ঋ	
এ	ঐ	ও	ঔ

২।

কারচিহ্ন	কারচিহ্নযুক্ত নতুন শব্দ
া	বাবা
ি	তিমি
ে	মেয়ে
ো	খোকা
ৌ	নৌকা

মূল্যায়ন রিপোর্ট ▶ প্রাপ্ত নম্বর ☐ শিখনের অর্জিত মাত্রা ☐

তারিখ : ☐☐☐ **ধারাবাহিক মূল্যায়ন-০৩** সময় : ....

শিক্ষার্থীর নাম : .... শ্রেণি : .... রোল নম্বর : ☐

১। সঠিক ঘরে সঠিক যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ লেখ।

প্রদত্ত শব্দ	সঠিক ঘরে সঠিক যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ লিখি	
সমস্ত, অন্ধকার, বন্ধন, পছন্দ, অন্ধ, আস্ত, পরিষ্কার, আনন্দ, মস্তক।	ন + ধ দিয়ে যুক্তবর্ণ	
	স + ত দিয়ে যুক্তবর্ণ	
	ষ + ক দিয়ে যুক্তবর্ণ	
	ন + দ দিয়ে যুক্তবর্ণ	

২। নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য রচনা কর।

ঝুড়ি, টয়লেট, হাত, পরিচ্ছন্ন, জেব্রা ক্রসিং।

উত্তরমালা

১ ▸

প্রদত্ত শব্দ	সঠিক ঘরে সঠিক যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ লিখি	
সমস্ত, অন্ধকার, বন্ধন, পছন্দ, অন্ধ, আস্ত, পরিষ্কার, আনন্দ, মস্তক।	ন + ধ দিয়ে যুক্তবর্ণ	অন্ধকার, বন্ধন, অন্ধ
	স + ত দিয়ে যুক্তবর্ণ	সমস্ত, আস্ত, মস্তক
	ষ + ক দিয়ে যুক্তবর্ণ	পরিষ্কার
	ন + দ দিয়ে যুক্তবর্ণ	পছন্দ, আনন্দ

২ ▸

ঝুড়ি	আমরা সব সময় ঝুড়িতে ময়লা ফেলি।
টয়লেট	আমরা সঠিক উপায়ে টয়লেট ব্যবহার করি।
হাত	আমরা হাত ধুয়ে ভাত খাই।
পরিচ্ছন্ন	আমরা সব সময় পরিচ্ছন্ন থাকি।
জেব্রা ক্রসিং	জেব্রা ক্রসিং ব্যবহার করলে দুর্ঘটনা কমে।

মূল্যায়ন রিপোর্ট ▸ প্রাপ্ত নম্বর ☐ শিখনের অর্জিত মাত্রা ☐

তারিখ : ☐☐☐ **ধারাবাহিক মূল্যায়ন-০৪** সময় : ....

শিক্ষার্থীর নাম : .... শ্রেণি : .... রোল নম্বর : ☐

১।

উপরের ছবিতে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি?

২। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

ক. মা কী কী কাজের কথা বললেন?

খ. তুলি কী কাজ করবে?

গ. তপু কী কাজ করতে চাইল?

উত্তরমালা

১ ▸ উপরের ছবিতে একটি পঙ্খিরাজ ঘোড়া ও এক রাজপুত্রকে দেখতে পাচ্ছি।

২ ▸ ক. মা ঘর-বাড়ি পরিষ্কার করা ও কাপড় গোছানোর কথা বললেন।

খ. তুলি বাবার সাথে বাজারে যাবে।

গ. তপু মায়ের সাথে ঘর-বাড়ি পরিষ্কার করতে এবং কাপড় গোছাতে চাইল।

মূল্যায়ন রিপোর্ট ▸ প্রাপ্ত নম্বর ☐ শিখনের অর্জিত মাত্রা ☐

তারিখ : ☐☐☐

ধারাবাহিক মূল্যায়ন-০৫

সময় : .....

শিক্ষার্থীর নাম : ..... শ্রেণি : ..... রোল নম্বর : ☐

১। খেলায় অংশ নেওয়ার জন্য ছকটি পূরণ কর।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা	
প্রতিযোগীর নাম	
শ্রেণি	
শাখা	
রোল	
কোন কোন খেলায় অংশ নিতে চাও?	টিক চিহ্ন দাও ☐ দৌড় ☐ মোরগ লড়াই ☐ দড়ি লাফ ☐ বিস্কুট দৌড় ☐ দীর্ঘ লাফ ☐ বল নিক্ষেপ

২। ছবি দেখে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

ক. খেলায় কয়জন অংশগ্রহণ করছে?

খ. কয়জন মেয়ে ও কয়জন ছেলে খেলায় খেলছে?

গ. খেলাটি কোথায় হচ্ছে?

উত্তরমালা

১▸

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা	
প্রতিযোগীর নাম	রিমি সুলতানা
শ্রেণি	দ্বিতীয়
শাখা	জবা
রোল	০২

যে যে খেলায় অংশ নিতে ইচ্ছুক	টিক চিহ্ন দাও ☑ দৌড় ☐ মোরগ লড়াই ☑ দড়ি লাফ ☑ বিস্কুট দৌড় ☐ দীর্ঘ লাফ ☐ বল নিক্ষেপ

২▸ ক. ৩ জন।

খ. ১ জন ছেলে ও ২ জন মেয়ে।

গ. স্কুল মাঠে খেলাটি হচ্ছে।

মূল্যায়ন রিপোর্ট ▶ প্রাপ্ত নম্বর ☐ শিখনের অর্জিত মাত্রা ☐

তারিখ : ☐☐☐

ধারাবাহিক মূল্যায়ন-০৬

সময় : .....

শিক্ষার্থীর নাম : ..... শ্রেণি : ..... রোল নম্বর : ☐

১। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

ক. গাঙ মানে কী?

খ. মৌমাছি কেন বনে যায়?

গ. তিথির কেন গ্রাম ভালো লাগে?

২। ব-ফলা দিয়ে তিনটি শব্দ তৈরি কর এবং শব্দগুলো দিয়ে বাক্য লেখ।

স্ব, শ্ব, ম্ব।

উত্তরমালা

১▸ ক. গাঙ মানে নদী।

খ. মৌমাছি মধু আহরণ করতে বনে যায়।

গ. চমৎকার প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে তিথির গ্রাম ভালো লাগে।

২▸

ফলা	শব্দ	বাক্য
স্ব	স্বপ্ন	মানুষ স্বপ্ন দেখে।
শ্ব	শ্বাস	আমরা সব সময় শ্বাস নিই।
ম্ব	হাম্বা	গোরু ডাকে হাম্বা হাম্বা।

মূল্যায়ন রিপোর্ট ▶ প্রাপ্ত নম্বর ☐ শিখনের অর্জিত মাত্রা ☐

ধারাবাহিক মূল্যায়ন-০৭

তারিখ : ☐☐☐ সময় : ....

শিক্ষার্থীর নাম : .... শ্রেণি : .... রোল নম্বর : ☐

১। **প্রদত্ত অনুচ্ছেদটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।**

গ্রামে কত গাছ! গাছে গাছে কত পাখি! রাস্তার দুপাশে ফসলের খেত। সেখানে চাষি চাষ করে। গ্রামের পরিবেশ তিথির দারুণ ভালো লাগে।

ক. গাছের সমার্থক শব্দ লেখ।

খ. অনুচ্ছেদে কোন কোন বাক্যে বিস্ময়বোধক চিহ্ন ব্যবহার হয়েছে?

গ. কীসের দুপাশে ফসলের খেত?

ঘ. কে চাষ করেন?

ঙ. কোথাকার পরিবেশ তিথির দারুণ ভালো লাগে?

২। **ডান পাশ থেকে শব্দ এনে খালি জায়গায় বসাও।**

ক. রুমি ——— লাল জামা পরেছে।

খ. ফুলে ফুলে ——— উড়ছে।

গ. ——— কত রঙের ফুল ফুটেছে।

বনে
প্রজাপতি
টুকটুকে

উত্তরমালা

১ ▸ ক. বৃক্ষ, তরু ইত্যাদি গাছের সমার্থক শব্দ।

খ. গ্রামে কত গাছ! গাছে গাছে কত পাখি!

গ. রাস্তার দুপাশে ফসলের খেত।

ঘ. চাষি চাষ করেন।

ঙ. গ্রামের পরিবেশ তিথির দারুণ ভালো লাগে।

২ ▸ ক. রুমি **টুকটুকে** লাল জামা পরেছে।

খ. ফুলে ফুলে **প্রজাপতি** উড়ছে।

গ. **বনে** কত রঙের ফুল ফুটেছে।

মূল্যায়ন রিপোর্ট ▶ প্রাপ্ত নম্বর ☐ শিখনের অর্জিত মাত্রা ☐

ধারাবাহিক মূল্যায়ন-০৮

তারিখ : ☐☐☐ সময় : ....

শিক্ষার্থীর নাম : .... শ্রেণি : .... রোল নম্বর : ☐

১। **নিচের বর্ণজটটি মিল করে শব্দ তৈরি কর।**

বর্ণজট	সঠিক শব্দ
হি দ শ	শহিদ
গা ন বা	
রি লু চু কো	
না শ মি দ হি র	
হা লে ছে রা	
দে আ শ র দে মা	

২। **নিচের ছবি সম্পর্কে লেখ।**

উত্তরমালা

১ ▸

বর্ণজট	সঠিক শব্দ
হি দ শ	শহিদ
গা ন বা	বাগান
রি লু চু কো	লুকোচুরি
না শ মি দ হি র	শহিদ মিনার
হা লে ছে রা	ছেলেহারা
দে আ শ র দে মা	আমাদের দেশ

২ ▸ ছবিতে একটি নদী বয়ে চলার দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। নদীতে নৌকা চলছে এবং নদীর দুধারে ঘরবাড়ি ও গাছপালা দেখা যাচ্ছে।

মূল্যায়ন রিপোর্ট ▶ প্রাপ্ত নম্বর ☐ শিখনের অর্জিত মাত্রা ☐

তারিখ : ☐☐☐

ধারাবাহিক মূল্যায়ন-০৯

সময় : ....

শিক্ষার্থীর নাম : .... শ্রেণি : .... রোল নম্বর : ☐

১। সাজিয়ে লেখ।

খুব দুটির বিড়াল বন্ধুত্ব। — বিড়াল দুটির খুব বন্ধুত্ব।

ছিল দেশে এক রাখাল এক। ________

চাষ গ্রামে হয় ফসলের। ________

মার আমি যাব মেলায় সাথে। ________

হবে সাথে দেখা বন্ধুদের আবার। ________

২। মার কাছে শুনে পিঠা ও সবজির নাম লেখ।

পিঠার নাম	সবজির নাম

উত্তরমালা

১▸

খুব দুটির বিড়াল বন্ধুত্ব।	বিড়াল দুটির খুব বন্ধুত্ব।
ছিল দেশে এক রাখাল এক।	এক দেশে ছিল এক রাখাল।
চাষ গ্রামে হয় ফসলের।	গ্রামে ফসলের চাষ হয়।
মার আমি যাব মেলায় সাথে।	আমি মার সাথে মেলায় যাব।
হবে সাথে দেখা বন্ধুদের আবার।	আবার বন্ধুদের সাথে দেখা হবে।

২▸

পিঠার নাম	সবজির নাম
চিতই	আলু
ভাপা	টমেটো
পাটিসাপটা	লাউ
নকশি	শিম
দুধপুলি	মিষ্টি কুমড়া

মূল্যায়ন রিপোর্ট ▶ প্রাপ্ত নম্বর ☐ শিখনের অর্জিত মাত্রা ☐

তারিখ : ☐☐☐

ধারাবাহিক মূল্যায়ন-১০

সময় : ....

শিক্ষার্থীর নাম : .... শ্রেণি : .... রোল নম্বর : ☐

১। পরের চরণ লেখ।

আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে,

____

চিকচিক করে বালি, কোথা নাই কাদা,

____

২। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

ক. মুক্তিসেনারা কেন যুদ্ধ করল?

খ. কাদের শহিদ বলে?

গ. খোকা ছাতা দিয়েছিল কাকে?

উত্তরমালা

১▸ আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে,

বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে।

চিকচিক করে বালি, কোথা নাই কাদা,

এক ধারে কাশবন ফুলে ফুলে সাদা।

২▸ ক. মুক্তিসেনারা মাতৃভূমির জন্য যুদ্ধ করল।

খ. মাতৃভূমির জন্য যুদ্ধে যাঁরা জীবন দিয়েছেন তাঁদের শহিদ বলে।

গ. খোকা বন্ধুকে ছাতা দিয়েছিল।

মূল্যায়ন রিপোর্ট ▶ প্রাপ্ত নম্বর ☐ শিখনের অর্জিত মাত্রা ☐

ধারাবাহিক মূল্যায়ন-১১

তারিখ : ☐☐☐ সময় : .....

শিক্ষার্থীর নাম : ..... শ্রেণি : ..... রোল নম্বর : ☐

১। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

ক. ছোটো পাখি তৃণলতা দিয়ে কী বানাবে?

খ. র্চ, র্ণ ও র্য-এর উপরের চিহ্নটিকে কী বলে?

গ. আকাশে কী উড়ছে?

২। বিরামচিহ্ন বসিয়ে অনুচ্ছেদটি পুনরায় লেখ।

গ্রামে কত গাছ গাছে গাছে কত পাখি রাস্তার দুপাশে ফসলের খেত সেখানে চাষি চাষ করে গ্রামের পরিবেশ তিথির দারুণ ভালো লাগে

উত্তরমালা

১ ▸ ক. ছোটো পাখি তৃণলতা দিয়ে বাসা বানাবে।

খ. 'রেফ চিহ্ন' (´) বলে।

গ. আকাশে পাখি উড়ছে।

২ ▸ গ্রামে কত গাছ! গাছে গাছে কত পাখি! রাস্তার দুপাশে ফসলের খেত। সেখানে চাষি চাষ করে। গ্রামের পরিবেশ তিথির দারুণ ভালো লাগে।

মূল্যায়ন রিপোর্ট ▸ প্রাপ্ত নম্বর ☐ শিখনের অর্জিত মাত্রা ☐

ধারাবাহিক মূল্যায়ন-১২

তারিখ : ☐☐☐ সময় : .....

শিক্ষার্থীর নাম : ..... শ্রেণি : ..... রোল নম্বর : ☐

১। কোন কোন পশু ও পাখিকে মানুষ বাড়িতে পালন করে? টিক (✓) চিহ্ন দাও।

হরিণ	
গোরু	
শিয়াল	
হাঁস	
কুকুর	
বাঘ	

২। নিচের শব্দগুলোর মিল-শব্দ লেখ।

শব্দ	মিল-শব্দ
ঘুড়ি	
পাখা	
ভাসে	

উত্তরমালা

১ ▸ যেসব পশু ও পাখি মানুষ বাড়িতে পালন করে–

হরিণ	
গোরু	✓
শিয়াল	
হাঁস	✓
কুকুর	✓
বাঘ	

২ ▸

শব্দ	মিল-শব্দ
ঘুড়ি	উড়ি, নুড়ি।
পাখা	শাখা, মাখা।
ভাসে	হাসে, ঘাসে।

মূল্যায়ন রিপোর্ট ▸ প্রাপ্ত নম্বর ☐ শিখনের অর্জিত মাত্রা ☐